চুয়াডাঙ্গা জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের মাঝে ঘর ও জমি প্রদান অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ঘর ও জমি পেয়ে মানুষ যখন হাসে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে।বাংলাদেশের মানুষের জন্য এটি সবথেকে বড় উৎসব। এর থেকে বড় উৎসব বাংলাদেশের মানুষের জন্য হতে পারে না। গতকাল বুধবার সকাল দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণভবন থেকে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ঘর ও জমি প্রদান অনুষ্ঠানের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের মাঝে তিনি ঘরের চাবি বুঝিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলে। সেই সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একইসাথে তিনি প্রতিটি পরিবারের জন্য বরাদ্দ দুই শতাংশ জমির কাগজ বুঝিয়ে দেন।

চুয়াডাঙ্গায় গৃহহীন ও ভূমিহীনদের জন্য নির্মিত উপকারভোগীরা ভিডিও কনফারেন্স মাধ্যমে সরাসরি যুক্ত হন। জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) মোঃ শহিদুল ইসলাম, এ সময় তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একসাথে এত মানুষকে গৃহ প্রদান করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক অদম্য সাহসী পদক্ষেপ। তার এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হয়েছে দেশের লাখ লাখ মানুষ।

অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ২৬ টি পরিবারের মাঝে চতুর্থ পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন ও অর্থ) আবু তারেক , চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক

সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার জনাব শামীম ভূইয়া, চুয়াডাঙ্গার সহকারী কমিশনার(ভূমি) মাজহারুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ সহ উপকারভোগী পরিবারের লোকজন।

দামুড়হুদায় অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

দামুড়হুদায় অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের দায়ে মোবাইল কোর্টে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকাল ৪টার দিকে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চিৎলা গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান আ: রব এর ছেলে মিন্টু’কে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এই জরিমানা করা হয়।

দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার ভূমি’র কার্যালয় সুত্রে জানাগেছে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চিৎলা গ্রামে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনের দায়ে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর আওতায় এক ব্যক্তিকে ৫০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস।

এসময় তিনি বলেন অবৈধভাবে কোন মাটি উত্তোলন করা যাবে না। অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন দণ্ডনীয় অপরাধ। এ সময় তিনি আরও বলেন কোথাও কোন তিন ফসলী জমি বা কোনো জায়গায় অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন করে তাহলে আপনারা আমাকে জানাবেন। আমি সরজমিনে তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউপি সদস্য হাসান আলী, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার একটি চৌকস টিম।

কার্পাসডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতে তিন ব্যবসায়ীকে জরিমানা

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে তিন ব্যবসায়ীকে জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

মঙ্গলবার সন্ধার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি)) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্র্যাট সজল কুমার দাসের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়।

কার্পাসডাঙ্গা বাজারের মুদি ব্যবসায়ী আজিবার রহমান মুল্যে তালিকা না থাকায় ভোক্তা সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ১১ধারা মোতাবেক ১হাজার টাকা ও অপরিচ্ছন্ন ভাবে ভাজা বিক্রি করার অপরাধে ভোক্তা সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ১৫ ধারা মোতাবেক আবুল বাসার ও সমাজ আলী ওভয়কে ৩শ করে ৬শ টাকা জরিমানা করেন। আইন শৃংখলা রক্ষার দ্বায়িত্বে ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

দামুড়হুদা জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদায় সংবর্ধনা ও নবীন বরণ

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে নতুন শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১১টায় অত্র বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনের শুরুতে অতিথিদের ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত ও আমন্ত্রণ পত্র

অনুষ্ঠান ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিদায় সংবর্ধনা ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহকারী শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান।

কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কতৃক আয়োজিত নবীন বরণ এসএসসি পরীক্ষাথীদের সংবর্ধনা বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

নবীন বরণ এসএসসি পরীক্ষাথীদের সংবর্ধনা বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা(ইউএনও) উপস্থিত থেকে বক্তব্যে বলেন আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমরা তোমাদের মধ্যে দিয়েই আগামী দিনের উজ্জ্বল আলো দেখতে চাই। আর সেই সাথে আরো বলি এই বিদায় সেই বিদায় নয়। বরং তোমাদের জীবনে নতুন আরেকটি অধ্যায় যেখানে রয়েছে উন্নতির নতুন দিশা।

কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফেরদাউস রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস,নজির আহমেদ কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আঃ লীগ কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন শাখা,মালেক মিয়া বিশিষ্ট ব্যবসায়িক কার্পাসডাঙ্গা বাজার, সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল গণি, আঃলীগ নেতা আশরাফ আলী সহ প্রমুখ আরও উপস্থিত কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম,আব্দুল হামিদ, সহকারী শিক্ষক জয়নাল আবেদীন, মাসুম রেজা, শাহিন ইকবাল, সাইদ হোসেন, করিম রেজা,শাইরুল

ইসলাম,মোস্তাক আহমেদ, বশির আহৃমেদ, সহকারী শিক্ষিকা নার্গিস আরা, রাহিমা খাতুন, নার্গিস বেগম ও অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী বিন্দু।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় এক কেজি গাঁজাসহ আটক ১

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় এক কেজি গাঁজাসহ খোকন নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার রাত ৮টার সময় দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের দিকনির্দেশনায় কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই ইমরান হোসেনের নেতৃত্বে এএসআই মসলেম উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পিরপুরকুল্লা গ্রামস্থ কার্পাসডাঙ্গা হইতে কুতুবপুর গামী বয়রা মোড় নামক তিন রাস্তার মোড়ে যাত্রী ছাউনীর সামনে পাকা রাস্তার উপর অভিমান চালিয়ে এক কেজি গাঁজাসহ হাতে নাতে খোকন নামে একজনকে গ্রেফতার করে।

আটককৃত হলেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের খতিব মড়লের ছেলে খোকন মিয়া। পরে স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে উদ্ধ্যারকৃত মাদকদ্রব্য গাঁজা জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করতঃ আসামী কে পুলিশ হেফাজতে নেয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন গাঁজাসহ একজনকে আটক করা হয়েছে মামলা প্রক্রিয়াধীন।আজ বুধবার আসামিকে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

দামুড়হুদায় সরকারি পাইলট হাইস্কুলে নবীন বরণ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

দামুড়হুদায় সরকারি পাইলট হাইস্কুলে বিদায়, নবীন বরণ ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুল চত্বরে ছাত্রদের বিদায় নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা। এসময় তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা কৃত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আগামীতে তোমরাই নেতৃত্ব দেবে। আমি দেখেছি দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের ছাত্ররা লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় অনেক উন্নতি করেছে। তিনি স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন কিশোর গাং মাদক এবং অন্যান্য খারাপ কোন সঙ্গে যেন তারা না পড়ে সে ব্যাপারে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সবাইকেই তিনি সচেতন করেন।

দামুড়হুদা সরকারি পাইলট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আয়েশা খাতুন, সিনিয়র শিক্ষক ফারুক হোসেন, তুহিন উদ্দিন, আমিনুর রহমান, আসাদুজ্জামান, সোলায়মান কাদের, ক্রীড়া শিক্ষক আশরাফুল হক প্রমূখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সহকারী শিক্ষক শফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সহকারী শিক্ষক নাজমুস সাদাত।

ছাত্রদের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন ৯ম শ্রেণীর ছাত্র জুবায়ের হাসান। মানপত্র পাঠ করেন দশম শ্রেণীর ছাত্র নাফিজ আব্দুল্লাহ। বিদায়ী ছাত্রদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাহফুজুর রহমান।

ফসলি জমিতে পুকুর খনন চুয়াডাঙ্গায় উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব

চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় পুকুর খননের মহোৎসব চলছে। এতে দিন দিন কমে আসছে আবাদি জমি। বিশেষ করে তিন ফসলি জমিতেও পুকুর খননের হিড়িক পড়ায় ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়তে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি প্রদান দেশ। এ দেশে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষের পাশাপাশি ফলজ উৎপাদনে নির্ভরশীল।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি ও সবজি চাষ নির্ভর একটি জেলা। চুয়াডাঙ্গায় উৎপাদিত খাদ্য ও সবজি জেলার চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় খাদ্য ভাণ্ডারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। দীর্ঘ বছর ধরে জেলার অর্থনীতি সমৃদ্ধ করছে সবজি, ভুট্টা, মালটা, পেয়ারা, ড্রাগন সহ বিভিন্ন ধরনের চাষ।

তবে মাছ চাষ লাভজনক হওয়ায় মানুষের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে পুকুর খননে। ফলে পাল্লা দিয়ে চুয়াডাঙ্গার প্রতিটি গ্রামেই আবাদি জমি, বসতবাড়ির পাশে পুকুর খনন চলছে। পাঙ্গাশ, মনোসেক্স, রুই, কাতলা ও সিলভারকার্প জাতীয় মাছ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন অনেক কৃষক। ফলে আবাদি জমিতে পুকুর খননের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা লঙ্ঘন করে অবাধে চলছে পুকুর খননের কাজ। বিশেষ করে এলাকায় যারা অনেক জমির মালিক কিংবা বিভিন্নভাবে প্রভাবশালী তারাই পুকুর খননের কাজ করছেন। যত্রতত্র পুকুর খননের কারণে কোনো কোনো এলাকায় জলাবদ্ধতারও সৃষ্টি হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জমি হচ্ছে সবজি সহ বিভিন্ন ধরনের চাষের জন্য উপযোগি। এ জমি নষ্ট করে এক শ্রেণীর মাটি খাদক চক্র চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে এলাকার ইটভাটা সহ বিভিন্ন স্থানে। এ কারণে এলাকার চাষ যোগ্য জমি হারাতে বসেছে।

সরজমিনে গ্রামটি ঘুরে দেখা গেছে, আবাদি জমির অধিকাংশ এখন মাটি খাদকদের দখলে। এ মাটি খাদকেরা চাষের জমি খনন করে পুকুর করছে। এদের মধ্যে একজন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের তিতুদহ ইউনিয়ন ও বেগমপুর ইউনিয়নের জিরো পয়েন্ট নুরুল্লাপুর ব্রীজের

হয়নি। আর ট্রাক্টরে মাটি নেওয়ার সময় কিছু মাটি রাস্তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে যায়। সেই মাটি বৃষ্টির পানিতে কাঁদায় পরিণত হয়েছে। যার কারণে রাস্তায় কাঁদা হয়েছে। তবে আমি পুকুর কাটা বন্ধ করে দিয়েছি। এখন শুধুমাত্র পুকুরের চারপাশ বাঁধা হলেই হয়ে যাবে।

আলমডাঙ্গায় সনদ জালিয়াতি করে লাইব্রেরিয়ানের চাকরি !

আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গ্রন্থগারিক (লাইব্রেরিয়ান) শিক্ষক কুলছুম খাতুনের বিরুদ্ধে ভুয়া সনদে চাকুরির অভিযোগ উঠেছে। তিনি পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলার বাসিন্দা। গত ১৮ অক্টোবর ২০১০ সালে তিনি ৮ লাখ টাকা বিনিময়ে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ২০১৯ সালের ২৪ শে জানুয়ারি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কতৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) যাচাইয়ে ওই গ্রন্থগারিক (লাইব্রেরিয়ান)’র শিক্ষিকার সনদ জালিয়াতি ধরা পড়ে। তবে অভিযুক্ত লাইব্রেরিয়ানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কতৃপক্ষ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক (লাইব্রেরিয়ান) শিক্ষক পদে কুলছুম খাতুন ২০১০ সালের ৫ অক্টোবর নিয়োগ লাভ করেন। একই বছরের ১৮ অক্টোবর তিনি স্কুলে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ২০১০ সালেই তিনি এমপিওভুক্ত হন।

কিন্তু অবশেষে এটিআরসিএর জালে আটকে যায় ভুয়া সনদধারী ওই শিক্ষিকা। সরকারি সার্কুলার অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা হলে এনটিআরএ যাচাই প্রতিবেদনে ওই শিক্ষিকার নিবন্ধন সদনটি জাল ও ভুয়া বলে এনটিআরসি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তার এইচএসসি ভুয়া সনদে উল্লেখ করা হয়েছে কুলছুম খাতুন পিতা কাইউম উদ্দীন খাঁন। এছাড়াও সনদে সাথিয়া ডিগ্রি কলেজ ব্যবহার করা হয়। যার রোল নম্বর ১২১৯৯৪ ও রেজিষ্টেশন নম্বর ৮৫৬৫৭৬/১৯৯৫-৯৬। উচ্চমাধ্যমিক ওয়েব-সাইটে যাচাইয়ের চেস্টা করা হলে ভুল নম্বর বলে

ব্যর্থ রিপোর্ট দেয়।

এদিকে, জাল সনদে চাকরিরত গ্রন্থাগারিক শিক্ষিকা কুলছুম খাতুন এমপিওভুক্তির পর দীর্ঘ ১২ বছর অবৈধপন্থায় সরকারি বেতন-ভাতা ভোগ করছেন। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ভুয়া ওই শিক্ষিকা এখনো স্বপদে রয়েছেন বহাল-তবিয়তে। এছাড়াও তিনি গত ২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ৬ মাসের মাতৃত্ব কালীন ছুটি নেন। সে গর্ভবতী না হয়েও ভুয়া মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে সরকারি সুযোগসুবিধা ভোগ করেন।

নাম না প্রকাশ শর্তে স্কুলের অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা দাবি করেন, বিগত দিন কুলছুম খাতুন প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামানের নিকটতম আত্নীয় হবার সুবাদে নিয়োগ পায়। বিগত শিক্ষিকা কুলছুম নিজেকে সাবেক জামায়াতের আমির ও যুদ্ধাপরাধী মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী মতিউর রহমান নিজামীর ভাগ্নে পরিচয় দেয়। প্রধান শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ হবার কারণে সহকারি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে বিরুপ আচরণ করে প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান।

আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মনিরুজ্জামান জানান, বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত। তবে এনটিআরসির লিখিত নির্দেশনা না আসায় এখনো ভুয়া সনদধারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। নির্দেশনা হাতে পেলে সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। অভিযুক্ত গ্রন্থাগারিক শিক্ষিকা কুলছুম খাতুনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে সম্ভব হয়নি।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ফজলুল হক জানান, কিছুদিন পূর্বে আমি দায়িত্ব গ্রহন করেছি। ভুয়া সনদে নিয়োগের বিষয়ে জানি না। এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলেই তদন্তের মাধ্যমে আসল রহস্য জানা সম্ভব হবে।

[redacted]

[redacted]